পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কতগুলো সমস্যা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম। আশা করি সবগুলোরই সমাধান জানাবেন।

প্রশ্ন-১ : ল্যাপটপে (HP dv6-6107tx) অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে দেয়া আছে জেনুইন উইন্ডোজ ৭ হোম প্রিমিয়াম, সার্ভিস প্যাক ১ (৬৪ বিট), যার ২৫ অক্ষরের প্রোডাক্ট কী সংবলিত একটি স্টিকার ছাড়া উইন্ডোজের কোনো ডিস্ক ছিল না। আমার প্রায়ই উইন্ডোজ ড্যামেজ হয়, তখন সার্ভিস সেন্টারে নিলে তারা আমার ল্যাপটপের রিকোভারি ড্রাইভ থেকে রিপেয়ার করেন, যা আমার জন্য সময় সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর। রিকোভারি ড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ রিপেয়ার করার বিস্তারিত পদ্ধতি জানাবেন। তাছাড়া বাজারে উইন্ডোজের যেসব পাইরেটেড ডিস্ক পাওয়া যায়, সেই ডিস্ক থেকে যদি আমার ওই ২৫ অক্ষরের প্রোডাক্ট কী ব্যবহার করে নতুনভাবে উইন্ডোজ ইনস্টল দিই তবে এটি জেনুইন হবে কি? উইন্ডোজ ইনস্টল দেয়ার পদ্ধতিসহ ব্যবহারোপযোগী করার পরবর্তী করণীয় ধাপগুলো বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : ল্যাপটপের সাথে উইন্ডোজের ডিস্ক দেয়া হয় না, কারণ স্টিকারে দেয়া সিরিয়াল কী-ই যথেষ্ট। নিজে নিজেই ল্যাপটপের উইন্ডোজ রিপেয়ার করতে পারেন খুব সহজে। ল্যাপটপ চালু করে কীবোর্ডের F11 কী চাপুন। এতে উইন্ডোজ রিকভারি মোড চালু হবে এবং স্ক্রিনে দেয়া নির্দেশগুলো মেনে চললে উইন্ডোজ রিপেয়ারের কাজ সম্পন্ন হবে। এ কাজের জন্য আর সার্ভিস সেন্টারে দৌড়াতে হবে না। পাইরেটেড উইন্ডোজ ডিস্ক থেকে অরিজিনাল সিরিয়াল কী ব্যবহার করে ইনস্টল করলে তা আপডেট হওয়ার সময় ঝামেলায় পড়তে পারেন। তাই মাইক্রোসফটের সাইট থেকে উইন্ডোজ সেভেন হোম প্রিমিয়াম সার্ভিস প্যাক ১ (৬৪ বিট) অপারেটিং সিস্টেমের ক্লিন কপি ডাউনলোড করে নিন। যার সাথে কোনো সিরিয়াল কী দেয়া থাকে না। এটি আইএসও ফাইল হিসেবে থাকবে, তাই তা ডিভিডিতে বার্ন করে নিতে হবে। এরপর সেটি দিয়ে ইনস্টল করে ল্যাপটপের নিচের স্টিকারে লেখা সিরিয়াল কী ইনপুট করুন। উইন্ডোজ ইনস্টল করার পদ্ধতি নিয়ে আগেও বেশ কয়েকবার পত্রিকায় লেখা হয়েছে। কমপিউটার জগৎ-এর ওয়েবসাইটে সার্চ করলে উইন্ডোজ ইনস্টলের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন-২ : আমি বর্তমানে Auslogics Disk Defrag ব্যবহার করি। তারপরও আমার সিস্টেম ডিস্ক ১০% ফ্র্যাগমেন্টেড দেখাচ্ছে? তাছাড়া ৭৬ রেজিস্ট্রি এরর ডিটেক্ট করেছে। রেজিস্ট্রি এরর ফিক্স করার জন্য আমি অ্যাডভান্সড সিস্টেম কেয়ার ৬ নামের একটি লাইসেন্সবিহীন সফটওয়্যার ব্যবহার করতাম। কিন্তু এটি রান করার পর প্রত্যেকবারই কমপিউটার থেকে কিছু না কিছু ফাইল মুছে যেত, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করত। আমি অবশ্য নরটন ইন্টারনেট সিকিউরিটি লাইসেন্স কপি ব্যবহার করি। বর্তমানে আর অ্যাডভান্সড সিস্টেম কেয়ার ৬ ব্যবহার করছি না। তাই নিরাপদভাবে রিজিস্ট্রি এরর ফিক্স করার পদ্ধতি জানাবেন।

উত্তর : ডিফ্র্যাগমেন্ট করার জন্য উইন্ডোজের সাথে থাকা ডিফ্র্যাগমেন্ট টুল ভালোই করে। কিন্তু উইন্ডোজে ডিফ্র্যাগমেন্ট কাজের গতি ও আরো কার্যকর করার জন্য পিরিফর্মের ফ্রি ডিফ্র্যাগমেন্ট টুল ডিফ্র্যাগলার ব্যবহার করতে পারেন। এটি আকারে বেশ ছোট। ৩-৪ মেগাবাইট আকারের, কিন্তু বেশ কাজের। এটি হার্ডডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট করার পাশাপাশি হার্ডড্রাইভের হেলথ স্ট্যাটাস, হার্ডডিস্কের ফার্মওয়্যার ভার্সন, সিরিয়াল নাম্বার, ইন্টারফেস টাইপ, ট্রান্সফার মোড, রোটেশন স্পিড, টেম্পারেচার ইত্যাদি আরো কিছু ব্যাপারে জানাবে। ফ্রিতেই যদি পেইড সফটওয়্যারের চেয়ে ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যায়, তবে কেনো শুধু শুধু ক্র্যাক করা সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন? সিস্টেম অপ্টিমাইজেশন টুল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন সিক্লিনার নামের সফটওয়্যারটি। এটিও পিরিফর্মের বানানো। এটিও বেশ ছোট আকারের, যা মাত্র ৪-৫ মেগাবাইটের মতো। এটি দিয়ে ডিস্ক ক্লিনআপ, রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ, সফটওয়্যার আন-ইনস্টল, ফাইল ফাইন্ড, সিস্টেম রিস্টোর করা ও সিস্টেম ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। সফটওয়্যারটিতে অনেক অপশন রয়েছে, যার ফলে যে ধরনের ফাইল ক্লিনআপ করতে চান তা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন, যেমন– কুকিস, হিস্টোরি, টেম্পোরারি ফাইল, থাম্বনেইল ক্যাশ, টাস্কবার জাম্প লিস্ট ইত্যাদি। সফটওয়্যার দুটি পেতে ভিজিট করুন www.piriform.com। পিরিফর্মের আরো দুটি সফটওয়্যার রয়েছে। এগুলো হলো– স্পেসসি ও রিকোভা। একটি সিস্টেম ইনফরমেশন বিস্তারিত জানার জন্য এবং আরেকটি হচ্ছে রিকভারি টুল।

প্রশ্ন-৩ : ল্যাপটপে ইউএসবি টিভি কার্ড ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : ল্যাপটপে ইউএসবি টিভি কার্ড ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা হবে না। তবে ইউএসবি টিভি কার্ডগুলোর সিগন্যাল দুর্বল, তাই তেমন ভালো মানের ছবি পাবেন না।

প্রশ্ন-৪ : কিছু কিছু ডিস্ক আছে যেগুলোকে ডিভিডি রম থেকে সরাসরি চালানো যায়, কিন্তু কপি করলে শুধু ১/২ কিলোবাইটের কিছু ফাইল সেভ হয়, কিন্তু ফাইলের ভেতর কিছুই পাওয়া যায় না অর্থাৎ সম্পূর্ণটা কপি হয় না কেনো?

উত্তর : ডিস্কে কপিরাইট প্রটেকশন থাকলে তা কপি হওয়ারই কথা নয়। আপনি কি ধরনের ডিস্কের কথা উল্লেখ করেছেন তা বিস্তারিত জানালে ভালো হতো। সাধারণত অডিও ডিস্ক কপি করলে কিছু কিলোবাইটের ফাইল কপি হয়। অডিও ডিস্কের ক্ষেত্রে তা কপি না করে রিপ করতে হয়। এ কাজ উইন্ডোজের সাথে থাকা উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার দিয়ে অনায়াসে করা যায়। রিপ করার আগে সিলেক্ট করে দিতে হয় তা কত কেবিপিএস বিট রেটে রিপ করবে এবং কোন ফরম্যাটে করবে। জনপ্রিয় অডিও ফরম্যাট হচ্ছে এমপিথ্রি ও বিট রেট হচ্ছে ১২৮ বা ৩২০ কেবিপিএস।

প্রশ্ন-৫ : ল্যাপটপ কি সবসময় এসিতে চালানো উচিত, নাকি ব্যাটারির পাওয়ারে চালানো উচিত? প্রত্যেক দিন ব্যাটারি ডিসচার্জ এবং রিচার্জ করলে ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : ল্যাপটপের ব্যাটারির যত্ন নিলে তা অনেক দিন টিকে থাকে। ল্যাপটপ ফুল চার্জ হওয়ার পর তা অনলাইনে না রেখে আনপ্লাগ করে ব্যবহার করা ভালো। ব্যাটারি লাইফ যখন ১০-২০%-এ নেমে যাবে তখন তা আবার প্লাগ করে চার্জ করে নিলে ব্যাটারি বেশিদিন টিকবে। ব্যাটারি কখনো ফুল ডিসচার্জ করবেন না। এতে ব্যাটারির বেশ ক্ষতি হয়। ব্যাটারি ভালো রাখার জন্য ল্যাপটপের কুলিং ভেন্ট পরিষ্কার রাখুন, কারণ ব্যাটারি যত কম গরম হবে তার আয়ু তত বাড়বে। এ ক্ষেত্রে ল্যাপটপ কুলার ব্যবহার করা ভালো। ব্যাটারি ফুল চার্জ করার পর অনেক দিন ব্যবহার না করে ফেলে রাখবেন না। অনেক দিন ব্যবহার না করার মতো অবস্থা হলে ব্যাটারি ৪০-৫০% চার্জ দিয়ে তা ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রেখে দিন।

প্রশ্ন-৬ : আমার ডিভিডি ডুয়াল লেয়ার ড্রাইভে কিভাবে ব্লুরে ডিস্ক চালানো যাবে?

উত্তর : ডিভিডি ড্রাইভে ব্লুরে ডিস্ক চালানো সম্ভব নয়। ব্লুরে ডিস্ক চালানোর জন্য ব্লুরে ড্রাইভের দরকার। বাজারে ব্লুরে ডিস্কের নামে কিছু ডুয়াল লেয়ারের ডিভিডিতে মুভি ও ভিডিও গানের ডিস্ক পাওয়া যায়। সেগুলো চালাতে পারবেন ডিভিডি ড্রাইভে, কারণ সেগুলো আসলে ব্লুরে ডিস্ক নয়, ডিভিডি।

–মনজুর রায়হান, খুলনা

সমাধান : অনেকগুলো প্রশ্ন থাকায় আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রশ্নের ঠিক নিচেই দেয়া হলো যাতে পাঠকদের পড়তে সুবিধা হয়।

সমস্যা : আমার পিসির মাদারবোর্ড ASUS P8Z77-V, প্রসেসর Intel Core i5-3570K, হার্ডডিস্ক Western Digital Caviar Black 1 TB SATA 6.0 Gb/s 7200 RPM 64 MB, র‍্যাম Corsair Vengeance 8 GB (2 X 4 GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800), অপটিক্যাল ড্রাইভার Samsung 24X SATA DVD± RW, চেসিস Thermaltake Spacecraft VF-I (৭টি ফ্যান লাগানোর সুযোগ সম্বলিত), পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট Thermaltake

TPG-650M 80PLUS Gold। বর্তমানে আমার গ্রাফিক্স কার্ড কেনার ইচ্ছে নেই। আমার প্রসেসরের সাথে যে ইন্টেলের ইন্টিগ্রেটেড Intel HD Graphics 4000 গ্রাফিক্স কার্ড আছে (ডিরেক্টএক্স ১১ এবং ওপেনজিএল ৪ সমর্থিত) তা দিয়ে এইচডি মুভি দেখা বা এখনকার গেমগুলো কি (লো/হাই) খেলা যাবে? আমি ভবিষ্যতে গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে কি এই ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্সটি অকার্যকর হয়ে পড়বে? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

–মহম্মদ আবদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা

সমাধান : আপনার পিসির কনফিগারেশন হাই, কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড না লাগানোর কারণে তা গেমিং পারফরম্যান্সে দুর্বল হবে। ইন্টিগ্রেটেড যে গ্রাফিক্স কার্ড আছে তা দিয়ে হাই ডেফিনিশন মুভি দেখা যাবে এবং কিছু গেম খেলা যাবে। যেসব গেমের জন্য পিক্সেল শেডার মুখ্য সেসব গেম চলবে না। কিছু নতুন লো বা মিডিয়াম সেটিংয়ে চলতে পারে, কিন্তু হাই সেটিংয়ে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া, নতুন গেমগুলো চালানো সম্ভব নয়। নতুন গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড ডিজ্যাবল হয়ে যাবে।

সমস্যা : যদি আমার পিসিতে ২ গিগাবাইট র‍্যাম থাকে আর আমি একটি ২ গিগাবাইট পেনড্রাইভকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করি। তাহলে আমার পিসির র‍্যাম ৪ গিগিয়াবাইট হবে নাকি ২ গিগাবাইটই থেকে যাবে? যদি না হয় তাহলে পিসির র‍্যাম আর পেনড্রাইভ মেমরি একসাথে ব্যবহার করার কোনো পদ্ধতি আছে কি? **–আনকান পুরকায়স্থ**

সমাধান : পেনড্রাইভকে র‍্যাম হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। কমপিউটারের হার্ডড্রাইভে পেজ ফাইল বানিয়ে তাকে যেভাবে র‍্যামের সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি পেনড্রাইভকে ব্যবহার করা যায়। র‍্যাম ওভারফ্লো করলে তখন তা পেজ ফাইল ব্যবহার করে ডাটা সেভ করার জন্য।

সমস্যা : আমি কিভাবে উইন্ডোজ এক্সপির বুটেবল ডিস্ক বানাব, যা দিয়ে নতুন করে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করতে পারি।

–মো: মোশতাক মেহেদী, কুষ্টিয়া

সমাধান : ইন্টারনেট থেকে এক্সপির আইএসও ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করে তা সিডিতে রাইট করে নিন। ডিস্ক বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তাই কষ্ট করে ডাউনলোড না করলেও চলবে। আপনি যদি ভালোমানের ডিস্কে উইন্ডোজ এক্সপি সংরক্ষণ করে রাখতে চান, তবে একটি বুটেবল উইন্ডোজ এক্সপির ডিস্ক সংগ্রহ করুন। এরপর নিরো বা অন্য কোনো বার্নিং সফটওয়্যার দিয়ে সেই ডিস্ক কপি করে তা আরেকটি ব্ল্যাঙ্ক ডিস্কে রাইট করে নিন। ডিস্ক কপি বলতে বার্নিং সফটওয়্যারে থাকা ডিস্ক কপি অপশনের কথা বলা হয়েছে। এ কাজ করার জন্য প্রথমে অরিজিনাল ডিস্ক যে ডিস্ক কপি করবে তা ডিভিডি রমে দিতে হবে এবং বার্নিং বা সিডি/ডিভিডি রাইটিং সফটওয়্যারে থাকা কপি ডিস্ক নির্বাচন করতে হবে। এতে ডিস্কটি উইন্ডোজের টেম্পোরারি ফোল্ডারে কপি হতে থাকবে এবং কপি শেষে ডিস্ক বের করে দেবে এবং নতুন খালি ডিস্ক চাইবে। ট্রে-তে খালি ডিস্ক দিয়ে দিলেই তা আপনা আপনি রাইট করা শুরু করে দেবে এবং রাইট করা শেষে টেম্পোরারি ফোল্ডার থেকে কপি করা ফাইল ডিলিট করবে। রাইটিং স্পিড ২৪এক্সের বেশি দেয়া ভালো হবে না উইন্ডোজ ডিস্কের ক্ষেত্রে। সবারই উচিত ভালো মানের ডিস্কে উইন্ডোজ ডিস্কের ব্যাকআপ কপি তৈরি করা।

সমস্যা : আমার পিসি হঠাৎ করেই নীল পর্দা পড়ে যায়। তখন কমপিউটার রিস্টার্ট দিতে হয়। এতে করে অনেক সময় আনসেভ করা ফাইল ডিলেট হয়ে যায়। তাছাড়া আবার পিসি চালু করার পর অনেক সময় সফটওয়্যার ঠিকভাবে কাজ করে না। এমনকি আবার রিস্টার্ট দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে এই সমস্যা হয়। দয়া করে সমাধানটা বলে দিলে খুবই উপকার হয়। *–মিরাজ*

সমাধান : আপনার এ সমস্যাটিকে বলে ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ, যা অনেক কারণে হতে পারে। মেমরির সমস্যা, হার্ডডিস্কে ব্যাড সেক্টর পড়লে, র‍্যাম ওভারফ্লো করলে, ঠিকমতো র‍্যামের কানেকশন না থাকলে ইত্যাদি কারণে এমন হতে পারে। যখন ব্লু স্ক্রিন দেখায় তখন তাতে লেখা এরর কোড এবং মেসেজটি দেখার চেষ্টা করুন। কারণটা জানতে পারলে সমাধান দেয়া সম্ভব হবে। এরর কোড লিখে গুগলে সার্চ করলে এর সমাধান পেয়ে যাবেন।

সমস্যা : আমি উইন্ডোজ ৭ ৬৪ বিটে অভ্র ৪.৫.১ ব্যবহার করি। কিছুদিন আগে আমি অভ্রর আপডেট ভার্সন ইনস্টল দেয়ার পর থেকেই বাংলা হেডলাইন ছাড়া অন্য সব বাংলা লেখা এলোমেলো দেখাচ্ছে। আমি নতুন করে আবার অভ্র ৪.৫.১ ইনস্টল দেয়ার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি। সমাধানটি জানাবেন।

–মনজুর রায়হান

সমাধান : অভ্র বাংলার নতুন ভার্সন ৫.১ ব্যবহার করুন। এতে সমস্যা হবে না আশা করি। তাও যদি হয়, তবে যে ব্রাউজার ব্যবহার করছেন তার ফন্ট সেটিং ঠিক করে নিন। কজ

ফিডব্যাক : jhutjhamela@comjagat.com

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।